মেয়র খোকার মরদেহ ফিরছে বৃহস্পতিবার

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ আগামী বৃহস্পতিবার দেশে ফিরবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ওই দিন সকালে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে করে একাত্তরের গেরিলা বাহিনীর এই কমান্ডারের মরদেহ ঢাকায় পৌঁছাবে বলে সাংবাদিককে জানিয়েছেন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা শায়রুল কবীর খান সাংবাদিককে বলেন, ‘বিকেলে দলের মহাসচিব জেষ্ঠ্য নেতাদের নিয়ে বসবেন। তারপরই পরিবারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাদেক হোসেন খোকার জানাজা ও দাফনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই কর্মসূচি পরে গণমাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান শায়রুল কবীর খান।
গত সোমবার দুপুরে সাদেক হোসেন খোকার ছেলে প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, ‘আমার বাবা অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা নিউইয়র্ক সময় রাত ২টা ৫০ মিনিটে ও বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন।’ তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাদেক হোসেন খোকা দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। পরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হন। গত ২৮ অক্টোবর শারীরিক অবস্থার অবনতির পরই তাঁকে নিউইয়র্কে ম্যানহাটনে ¯◌েø◌ায়ান ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সাবেক মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা ২০১৪ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

তার পর থেকে সেখানেই অবস্থান করছিলেন বিএনপির এই প্রভাবশালী নেতা। সেখানে অবস্থানকালে বিএনপি নেতার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় গত রোববার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাবেক মেয়রের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সরকারের উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

তারপরেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন,

সাদেক হোসেন খোকার পরিবার ট্রাভেল পারমিটের জন্য আবেদন করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাদেক হোসেন খোকা মারা যাওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে সেই আশ্বাস পুনরায় ব্যক্ত করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের হুইল চেয়ার বিতরণ

একীভুত শিক্ষা বাস্তবায়নের আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার সকাল ১১ টায় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ১৭ জন প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান।

এ সময় ফলসাল বিন হাসান, শিক্ষক নেতা মাজারুল ইসলাম, হাসান আলী সহ শিক্ষক ও অভিভাবক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুর বিআরটিএ এর

মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর বিআরটিএ এর উদ্যোগে মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হঢেছে।
গতকাল সোমবার সকাল থেকে তিনটি ধাপে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে লিখিত দুপুরে মৌখিক এবং বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে ঝিকঝাক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
হালকা মাঝারি ও ভারী যানের জন্য মোট ৯৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার মিনহাজুল ইসলাম, মেহেরপুর বিআরটিএ মোটরগাড়ি দর্শক শাহাবুদ্দিন প্রিন্স প্রমুখ।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর বোসপাড়া যুব সংঘের উদ্যোগে বোসপাড়া নেশার মাঠে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করছে। দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লীগ ভিত্তিক পরস্পর পরস্পরের মোকাবেলা করবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল

মামুন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।
উদ্বোধনী খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র হয়। বোসপাড়া একাদশ ও রব্যাক একাদশের মধ্যকার খেলাটি আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণে মধ্যে দিয়ে খেলাটি শেষ হয়।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

জীবননগরে অফিস সহকারীর ভুলে জেডিসি পরীক্ষা দেওয়া হল না ইয়াসিনের

জীবননগরে অফিস সহকারীর ভুলে মাদরাসার ছাত্র ইয়াসিন আরাফাতের জেডিসি পরীক্ষা দেওয়া হলো না।
গত শনিবার সারাদেশের ন্যায় জীবননগরে এক সাথে অনুষ্ঠিত হয় জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা। তারই ধারাবাহিকতায় জীবননগর

উপজেলার কাটাপোল গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে ইয়াসিন আরাফাত মাধাবপুর ইসলামী দাখিল মাদরাসার ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে যায়। কিন্তু গত বছর কোরআন শিক্ষা এবং আরবি বিষয়ে ফেল করায় এ বছর পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে প্রবেশ পত্র না নিয়ে যাওয়ায় শিক্ষকরা তাকে কোরআন শিক্ষা পরীক্ষা দিতে দেয়নি।
এদিকে বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে বলা সত্বেও কোন ফল না পাওয়ায় এ বছরও দেওয়া হলো না ইয়াসিনের পরীক্ষা শিক্ষকদের এ অবহেলায় ঝরে গেল ইয়াসিনের জীবন।

ইয়াসিন অভিযোগ করে বলে, আমি বৃহস্পতিবার মাদরাসায় প্রবেশ পত্রের জন্য যায় সেখানে মনির স্যারকে প্রবেশ পত্রের কথা বললে তিনি আমাকে বলে তোমার প্রবেশ পত্র শরিফ স্যারের কাছে আছে। আমি মাদরাসায় শরিফ স্যারের কাছে গেলে দেখি তিনি নাই এর পর স্যারকে বললে তিনি বলেন শরিফ স্যারের ডয়ারে আছে তুমি সেখান থেকে নিয়ে যেয়ো। পরীক্ষার দিন সকালে মাদরাসায় যেয়ে শরিফ স্যার না আশায় আমার

পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

মাদরাসা সুত্রে, জানা গেছে গত ৩০ শে অক্টোবর মাদরাসার জেডিসি পরীক্ষার সকল শিক্ষার্থীদের হাতে প্রবেশ পত্র তুলে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন মাদরাসা সুপার এবং সকলকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান অফিস সহকারী শরিফ তা হলে কেন পেল না প্রবেশ পত্র ইয়াসিন আরাফাত প্রশ্ন অভিভাবকের।

অফিস সহকারী শরিফ বলেন, আমি বৃহস্পতিবার ৫ম শ্রেনীর রেজিস্ট্রিকার্ড আনার জন্য জীবননগরে ছিলাম। তাছাড়া আমার কাছে কেউ প্রবেশ পত্রের জন্য আসেনি।

মাধবপুর ইসলামী দাখিল মাদরাসার সুপার তাজুল ইসলাম বলেন, আমি গত ৩০ শে অক্টোবর যে সমস্থ শিক্ষার্থী প্রবেশ পত্র নেয়নি তাদের সকলকে প্রবেশ পত্র দেওয়ার কথা বলেছি শরিফকে সে আমাকে জানায় যে সে সকল শিক্ষার্থীর হাতে প্রবেশ পত্র তুলে দিয়েছে। কিন্তু ইয়াসিন প্রবেশ পত্র না পাওয়ার বিষয়টি আমি সঠিক ভাবে বলতে পারছি না।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্র পাল বলেন, যদি কোন শিক্ষার্থী প্রবেশ পত্র না নিয়ে আসে বা কোন সমস্যা হয়। এমন কি যদি হারিয়ে যায় তা হলে সে বিষয় আমরা কম্পিউটারে সার্চ দিলে তার সমস্থ তথ্য বেরিয়ে আসবে। তাই বলে পরীক্ষা দিতে পারবে না এটা ঠিক না। তবে বিষয়টি আমি তদন্ত করবো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে অফিস সহকারীর এহেন কান্ড দেখে অভিভাবকরা হতাশ।

-জীবননগর প্রতিনিধি

এক নজরে খোকা

ছাত্র আন্দোলন থেকে গেরিলা যোদ্ধা; ওয়ার্ড কমিশনার থেকে মেয়র-মন্ত্রী; বাম থেকে মধ্য ডান দলের রাজনীতিক, আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা- এমন অনেক বৈশিষ্ট্য যেখানে মিলেছে, সে হলেন সাদেক হোসেন খোকা।

দলের গ-◌ি ছাড়িয়ে অন্য দলেও যেমন জনপ্রিয় ছিলেন তিনি, এলাকার মানুষেরও ছিলেন কাছের মানুষ। তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে এক সময়ের সহকর্মী আবুল হাসনাত বললেন, “হি ওয়াজ ম্যান অব দি পিপলস।”

খোকার দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য পুরান ঢাকার আবুল হাসনাত ঢাকার প্রথম মেয়র। ওই পুরান ঢাকা থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে উঠে এসেছিলেন খোকা, ছিলেন ক্রীড়া সংগঠকও।
উত্তাল বাহান্নোয় জন্ম নেওয়া খোকা ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন পেরিয়ে গতকাল সোমবার চিরবিদায় নিয়েছেন ৬৭ বছর বয়সে।
পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর দুর্নীতির মামলায় দ- নিয়ে সেখানেই ক্যান্সারের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান।

সরকারবিরোধী বিএনপি তাদের এই নেতার দেশে ফেরার আকুতির কথা জানিয়েছিলেন সরকারকে; তাতে সাড়াও মিলেছিল। কিন্তু তার আগেই জীবনাবসান ঘটল তার।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খোকার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।
সাদেক হোসেন খোকার জন্ম ১৯৫২ সালের ১২ মে মুন্সীগঞ্জে সৈয়দপুরে। তবে বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরান ঢাকার গোপীবাগে তার বেড়ে ওঠা। তার বাবা এম এ করীম ছিলেন প্রকৌশলী।

শিশুকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েই ছিল খোকার জীবন। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে, এই বন্ধুদের সঙ্গে মিলেই গড়ে তোলেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব।

গোপীবাগ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, কলতাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়দেবপুর রানী বিলাস মনি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান খোকা; মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন তিনি।

ছাত্র আন্দোলনে নাম লিখিয়ে খোকা হয়ে উঠেছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। পরে যোগ দেন বাম আন্দোলনে; রুশ-চীন দ্বন্দ্বে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন দেখা দিলে তিনি নাম লেখান চিনপন্থি শিবিরে।
ছাত্র আন্দোলনের পর কাজী জাফর আহমেদ নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস লীগে (ইউপিপি) যোগ দিয়েছিলেন খোকা। পরে যোগ দেন ন্যাপ ভাসানীতে।

গিয়েছিলেন সাদেক হোসেন খোকা, তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি ছিলেন ক্রাক প্লাটুনের সদস্য, একদল তরুণের ওই গেরিলা যুদ্ধ অনেকের কাছে ছিল বিস্ময়ের।

২০০১ সালে যখন মন্ত্রী, তখন এক আলাপে নিজের মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনার রোমন্থন করেছিলেন খোকা।
“আমি যুদ্ধে যাব- এটা মা-বাবা কাউকে জানাইনি। বলতে পার, একরম হঠাৎ করে বাসা থেকে চলে হয়ে গেলাম যুদ্ধের পথে।”
যুদ্ধে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলন, “পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শোষণ করবে, নির্যাতন করবে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, এটা তো মনে নেওয়া যায় না। যুদ্ধ যাওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলাম, একদিন হঠাৎ করেই বন্ধু-বান্ধবসহ আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম। হয়ে গেলাম গেরিলা, ক্রাক প্লাটুনের সদস্য।”

‘লম্বা ইতিহাস’র খানিকটা সেই আলাপে বলেছিলেন এই গেরিলা যোদ্ধা। “মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি দিককার কথা। বায়তুল মোকাররমই ঢাকার তখন একমাত্র বড় মার্কেট ছিল। একদিন দেখি দুপুরে বেলায় বায়তুল মোকাররমের সামনে বড় বড় ক্যামেরা দিয়ে শুটিং হচ্ছে। আমার একটু কিউরিসিটি হল, এখানে কী হচ্ছে? রোজার ঈদের আগে বড় বড় দোকানে দেখানো হচ্ছে যে, ঈদের মার্কেটিং হচ্ছে, বেচা-কেনা হচ্ছে, মানে দেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবে চলছে। এটা দেখানোর

জন্য পাকিস্তানিরা শুটিং করছে। শুনলাম ডিএফপি এই শুটিং করছে। “তখন আমার মাথা ঢুকল, এই ডিএফপিকে তো তাহলে ধরতে হয়। কোথায় ডিএফপি? খোঁজ-খবর নিতে নিতে জানা গেল, শান্তিনগরে এসবি অফিসের পাশেই ডিএফপি (ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন্স) অফিস। এই অফিস থেকেই এসব কাজ করা হয়। তখন আমরা পরিকল্পনা করলাম এই অফিসে অপারেশন চালাব।

“ক্রাক প্লাটুনের আমরা তিনজন ছুটির দিনে, মানে সেদিন হাফ অফিসের দিন ছিল, অপারেশনে বেরুলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজের পরে অপারেশন। আমরা একটা কালো ব্যাগের মধ্যে দুইটা স্টেনগান ও এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাই। ডিএফপির গেইটে গেলাম। যে দারোয়ান ডিউটিতে ছিল, তাকে অফিসের এক কর্মকর্তার নাম বলি যে, তার (ওই কর্মকর্তা) দেশের বাড়ি থেকে এক আত্মীয় উনার জন্য জিনিস পাঠিয়েছেন। এই কথায় দারোয়ান অফিসের গেইট খুলে ঢুকতে দেয়। ভেতরে ঢুকে আমরা ব্যাগ থেকে অস্ত্র বের করে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিই, তাকে

বোঝাই যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা। এক পর্যায়ে দারোয়ান বলে যে, সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। তার ছোট ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। বিষয়টা আমাদের জন্য ইজি হয়ে গেল।”

“তারপর একটা পর্যায়ে আমরা সেই ২০ পাউন্ড ওজনের এক্সপ্লোসিভটা রুমের ভেতরে রাখি। এক্সপ্লোসিভের বৈশিষ্ট্য হল, যত চাপ দিয়ে রাখা যাবে, এটার ক্যাপাসিটি তত বাড়বে। তখন কয়েকটা স্টিলের আলমারি দিয়ে ওই এক্সপ্লোসিভ চাপা দিলাম, তারপর বিস্ফোরণ ঘটাই। সেই বিস্ফোরণের পর সারা বিশ্বে শিরোনাম হয়েছিল- পূর্ব পাকিস্তানে দামাল মুক্তিযোদ্ধারা অশান্ত করে তুলেছে ঢাকাকে। এরকম বিস্ফোরণ এযাবত পাকিস্তানে আর হয়নি। এটা পাকিস্তানের সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এভাবে দিনে-দুপুরে এরকম একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধারা, এটা কী করে সম্ভব!”

ডিএফপি ছাড়া রাজারবাগের কাছে মোমিনবাগে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হলের পেছনে এয়ারফোর্সের রিক্রুটিং সেন্টারও খোকার নেতৃত্বে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

খোকা বলেছিলেন, “আমাদের অপারেশনের স্পিরিট ছিল শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত রাখা। ঢাকার মানুষকে জানান দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধ ঢাকায়ও চলছে। আমাদের গ্রুপ বিশেষ করে ছোট-বড় অনেক অপারেশন আমরা করেছি ঢাকায়।”

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার স্মৃতি তুলে ধরে খোকা বলেছিলেন, “মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই বাংলাদেশ থেকে আমরা কয়েকজন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলা শহরে গিয়ে সিপিএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া-মার্কসবাদী) অফিসে যাই। সেখানে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দকে পাই। সেখান থেকে আমাদের যাত্রা ২ নম্বর সেক্টরে। মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এটিএম হায়দারের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। সেখানে আমাদের শহীদুল্লাহ খান বাদল আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে পাঠিয়ে দেন।

“ট্রেনিংয়ের পর মেজর হায়দারের নেতৃত্বে আমি কুমিল্লার সালদা নদীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেই। সেই দিন রাতে সেই দুঃসাহসিক অপারেশনের কথা স্মরণ করলে শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। মাথার উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে টমি গান-ব্যারেল গানের আগুনের স্ফূলিঙ্গের মতো কী যেন ছুটে যাচ্ছে। যেটা ভাষায়

প্রকাশ করতে পারছি না। পাকিস্তানি সৈন্যদের আমরা সেই অপারেশনেই পিছু হটাতে বাধ্য করেছিলাম।”

খোকার ভাষায়, “মুক্তিযুদ্ধ ছিল সার্বজনীন। কোনো দল, কোনো গোষ্ঠি, কেনো ব্যক্তি, কোনো পরিবারের একক কারও অবদান ছিল না, এই অবদান বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের। এর সুফলও সার্বজনীন হওয়া উচিৎ।”
‘আর আসবে না’

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ঢাকায় প্রতিটি আন্দোলনে অগ্রভাগে ছিলেন খোকা; তবে তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া

হয় ১৯৯০ সালে পুরান ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ঠেকানোর জন্য।
নিউ ইয়র্কে হাসপাতালে সাদেক হোসেন খোকানিউ ইয়র্কে হাসপাতালে সাদেক হোসেন খোকা
এরশাদ আমলের ওই ঘটনায় এখনও খোকাকে স্মরণ করেন গোপীবাগের একটি মিষ্টি দোকানের প্রবীণ কর্মী দেবেন্দ্র নাথ।
খোকার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি বলেন, “খোকা ভাইয়ের মতো নেতা আর আসবে না।”
তিনি বলেন, “১৯৯০ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙার পর পুরান ঢাকায় হিন্দুদের উপর যখন হামলার চেষ্টা হয়েছিল, খোকা ভাই শাঁখারী বাজারে এসে বলেছিল, সাবধান-খবরদার, এখানে কেউ কিছু করলে হাত ভেঙে ফেলব।”

“শুধু তাই নয়, স্বামীবাগের হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি মন্দির ও ইসকনের বেদখল জমি পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলেন তিনি,” বলেন দেবেন্দ্র।
পুরান ঢাকায় সূত্রাপুর ও কোতোয়ালি হিন্দুপ্রধান এলাকা; বিএনপির জোটে সাম্প্রদায়িক দল থাকলেও খোকার কারণেই ওই এলাকার ভোট ধানের শীষে পড়ত বলে স্থানীয়রা জানান।
খোকার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত অনেকে বলেন, যখনই কোথাও মানুষের বিপদ হয়েছে, যখনই কেউ সঙ্কটে পড়েছে, তখনই ছুটে যেতেন খোকা।

লন্ডনে অবস্থানরত ঢাকার প্রথম মেয়র আবুল হাসনাত বলেন, “খোকা তৃণমূল থেকে উঠে আসা এক রাজনৈতিক নেতা, যিনি দলমত নির্বিশেষে মানুষের পাশে থাকতেন সবসময়।”

মুক্তিযোদ্ধা অলি আহমদ বীরবিক্রম বলেন, “একজন জনপ্রতিনিধি

হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন।”
খোকার মৃত্যুতে দলে শূন্যতাটাই বড় হয়ে বাজছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মনে; যিনি নিজেও খোকার মতো বাম রাজনীতি থেকে বিএনপিতে এসেছেন।

খোকার পরবর্তী রাজনৈতিক দর্শনকে অপছন্দ করলেও তা ছাপিয়ে ব্যক্তি খোকা, মুক্তিযোদ্ধা খোকাকে ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করছেন তার যুদ্ধদিনের সঙ্গী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

অন লাইন ডেক্স

ঝিনাইদহে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ

নতুন কার্যকর হওয়া সড়ক পরিবহন আইন সম্পর্কে বাস- ট্রাক, মটর সাইকেল চালক, পথচারীদের সচেতন করতে ঝিনাইদহে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গতকাল রবিবার সকাল থেকে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, আরাপপুর, বাস টার্মিনালে প্রচারনা কার্যক্রম চালানো হয়। এসময় পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (এ্যাডমিন) মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, ইন্সপেক্টর গৌরাঙ্গা পাল, কাজী হাসানুজ্জামান, মাজহারুল ইসলাম, সার্জেন্ট মোস্তাফিজুর রহমান, সার্জেন্ট সাদ্দাম হোসেন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান বাস-ট্রাক, মটর সাইকেল চালক, পথচারীদের হাতে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর দিকনির্দেশনা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন। তিনি বলেন ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া সড়ক পরিবহন আইন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। আশা করা যায় সকলে সচেতন হলে দুর্ঘটনা কমে যাবে।

গাংনীতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পাশে জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের গাংনীর কসবা গ্রামের সেই এতিম শিশুদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনী।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় কসবা গ্রামে গিয়ে ঐ শিশুদের হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দেন তিনি। এসময় শিশুদের জন্য একটি ঘর নির্মাানের আশ্বাস দেন। এছাড়া গাংনী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ৬ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

সম্প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত চায়ের কাপেই গাংনীর ৪ এতিম শিশুর সপ্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে জেলা প্রশাসক আর্থিক সহায়তা দিলেন।

এদিকে গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের শিশু জীবন আহমেদের চোখে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনী ১০ হাজার টাকা সহায়তা করেন।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় জীবনের পিতা সোহেল রানার হাতে টাকা তুলে দেন জেলা প্রশাসক। এসময় ফুলকুড়ি অধ্যক্ষ সমাজ সেবক সিরাজুল ইসলাম বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা আরো ১৫ হাজার টাকা জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনীর মাধ্যমে জীবনের পিতা সোহেল রানার হাতে তুলে দেন।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, ফুলকুড়ি অধ্যক্ষ সমাজ সেবক সিরাজুল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্নয়কারী হেলাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ব্র্যাক অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় মেহেরপুর থেকে ঢাকা গামী শ্যামলী পরিবহন তাকে ধাক্কা দিলে বাঘডাসাটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

তবে ঘটনাস্থলে বন বিভাগের কোন কর্মকর্তারা আসেননি বলে জানান স্থানীয়রা। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহত বাঘডাসাটি ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকতে দেখা যায়।

গাংনী প্রতিনিধি